রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ডিসেম্বর ১১, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/ ১১ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৭.৩৬০ – ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের জননন্দিত মেয়র, খ্যাতিমান টেলিভিশন-ব্যক্তিত্ব, সফল উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী নেতা জনাব আনিসুল হক গত ৩০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

২। জনাব আনিসুল হক-এর মৃত্যুতে জাতি একজন নিবেদিতপ্রাণ জনপ্রতিনিধি, জনসেবক, নন্দিত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সফল উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী নেতাকে হারাল।

৩। জনাব আনিসুল হক-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৪/০৭ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৪। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

মূল্য ঃ টাকা ৪·০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

২৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৪

ঢাকা: ----------

০৭ ডিসেম্বর ২০১৭

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের জননন্দিত মেয়র, খ্যাতিমান টেলিভিশন-ব্যক্তিত্ব, সফল উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী নেতা জনাব আনিসুল হক গত ৩০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ...রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

জনাব আনিসুল হক ১৯৫২ সালের ২৭ অক্টোবর তারিখে তদানীন্তন নোয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান)-সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

জনাব আনিসুল হক বাংলাদেশ টেলিভিশনের একজন সফল ও জনপ্রিয় উপস্থাপক হিসাবে আশি ও নব্বইয়ের দশকে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর সপ্রতিভ, প্রাণবন্ত ও অনবদ্য উপস্থাপনায় 'আনন্দমেলা' ও 'অন্তরালে'-শীর্ষক দু'টি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান দেশব্যাপী অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁর সুনিপুণ ও আকর্ষণীয় উপস্থাপনায় বিটিভিতে প্রচারিত 'জলসা' অনুষ্ঠান সাংস্কৃতিক মান ও নান্দনিকতার বিচারে সর্বমহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। বাচনিক প্রকাশের উৎকর্ষ, মন্ত্রমুগ্ধকর অভিব্যক্তি ও উপস্থাপনাগত শিল্প-শৈলী ছিল তাঁর অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

জনাব আনিসুল হক আশির দশকে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক-শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন এবং এক পর্যায়ে তিনি সফল উদ্যোক্তা হিসাবে এই শিল্পে তাঁর অবস্থান সুসংহত করেন। তিনি গড়ে তোলেন তাঁর ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান মোহাম্মদী গ্রুপ। পোশাক-শিল্পের পাশাপাশি বিদ্যুৎ, তথ্যপ্রযুক্তি, আবাসন ও কৃষিভিত্তিক শিল্প-কারখানায় তিনি তাঁর ব্যবসা বিস্তৃত করেন। এ ছাড়া, ডিজিযাদু ব্রডব্যান্ড লিমিটেড এবং নাগরিক টেলিভিশনের মালিকানাও আছে তাঁর ব্যবসায়িক গ্রুপের।

পোশাক-শিল্প খাতে জনাব আনিসুল হকের সক্রিয় ভূমিকা ক্রমান্বয়ে তাঁকে নেতৃস্থানীয় পদে সমাসীন করে। ২০০৫-০৬ মেয়াদে বিজিএমইএ-এর সভাপতি হিসাবে তিনি অত্যন্ত সাফল্য ও দক্ষতার সঙ্গে তৈরি পোশাক-শিল্প খাতকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেতৃত্ব দান করেন। ২০০৮ সালে এই প্রাজ্ঞ ও ধীসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই-এর সভাপতি নির্বাচিত হন। জনাব আনিসুল হক ২০১০-১২ মেয়াদে সার্ক চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি হিসাবে নিষ্ঠা ও সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন বিআইপিপি-এর সভাপতি ছিলেন তিনি। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব, সক্রিয় কর্মোদ্যোগ, কার্যকর কর্ম-পরিকল্পনা ও সুব্যবস্থাপনার ফলে এ-সকল ব্যবসায়িক সংগঠনে ঘটে আমূল ও দৃশ্যমান পরিবর্তন যা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দান করে সুদৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি।

জনাব আনিসুল হক ২০১৫ সালে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র পদে নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়নে বিপুল ভোটে বিজয়ী হন। মেয়র পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর নগর উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে তিনি সঞ্চারণ করেন লক্ষণীয় গতিশীলতা। ঢাকা উত্তর মহানগরকে নিয়ে ছিল তাঁর সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন-ভাবনা। নাগরিক জীবনমান উন্নয়নে তিনি বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় বিমানবন্দর সড়কে যানজট হ্রাসে মহাখালী থেকে গাজীপুর পর্যন্ত ইউলুপ করার উদ্যোগ গ্রহণ; তেজগাঁও ট্রাক টার্মিনাল-সম্মুখস্থ সড়ক অবৈধ-দখলমুক্ত করা; গুলশান, বনানী, বারিধারা ও নিকেতন এলাকায় বিশেষ রঙের রিকশা এবং 'ঢাকা চাকা' নামে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত যাত্রী-বাস চালু; 'সবুজ ঢাকা' নামে বিশেষ সবুজায়ন কর্মসূচি গ্রহণ; বর্জ্য-ব্যবস্থাপনায় ৫২টি সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন স্থাপন; বিভিন্ন এলাকায় আধুনিক গণ-শৌচাগার নির্মাণ; বিভিন্ন পার্ক উন্নয়ন; এবং বিভিন্ন খাল-উদ্ধার কার্যক্রম গ্রহণ ইত্যাদি। এ ছাড়া তিনি বনানীর ২৭ নম্বরে যুদ্ধাপরাধী মোনায়েম খানের বাড়ির অবৈধ দখলস্থিত অংশ উদ্ধারের মাধ্যমে রাস্তা প্রশস্ত করত যান-চলাচলজনিত দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ দূর করেন। জনাব আনিসুল হকের কর্মচাঞ্চল্য, জনসম্পৃক্তি, জনকল্যাণ-স্পৃহা ও দেশপ্রেম নগরবাসীর নিকট তাঁকে অত্যন্ত আস্থাভাজন করে তোলে। এ ছাড়া দুস্থ শিল্পীদের সহায়তার জন্য তিনি গড়ে তুলেন 'শিল্পীর পাশে' ফাউন্ডেশন, যা একটি সফল প্রতিষ্ঠান হিসাবে শিল্পীদের চিকিৎসাসহ বিভিন্ন কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন অমায়িক, হাস্যোজ্জ্বল, সদালাপী ও বন্ধুবৎসল একজন মানুষ। সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর ছিল অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক। তাঁর গভীর মমত্ববোধ সহকর্মীদের উজ্জীবিত করত কর্ম-উদ্দীপনায়। কর্মজীবনে তিনি তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছেন।

জনাব আনিসুল হক-এর মৃত্যুতে জাতি একজন নিবেদিতপ্রাণ জনপ্রতিনিধি, জনসেবক, নন্দিত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সফল উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী নেতাকে হারাল।

মন্ত্রিসভা জনাব আনিসুল হক-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd